প্রযুক্তির যুগে লাঙল-মই দিয়ে চাষাবাদ গ্রামীণ ঐতিহ্যকে মনে করিয়ে দেয়

গ্রামবাংলা থেকে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে লাঙ্গল দিয়ে হাল চাষ ও মই দিয়ে জমিতে কাঁদা করার ঐতিহ্য। বছর কয়েক আগেও দেখা যেত গ্রামবাংলার কৃষকরা কাঁকডাকা ভোরে কাঁধে লাঙ্গল-জোয়াল, মই আর এক জোড়া গরুর দড়ি হাতে নিয়ে বেরিয়ে যেত জমিতে চাষাবাদের জন্য। কিন্তু আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে কৃষকদের জীবনে এসেছে নানা পরিবর্তন। আর সেই পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে কৃষিতেও। আধুনিকতার ছোঁয়ায় কৃষি ক্ষেত্রে দেখা যায় বেশ পরিবর্তন। তাই গ্রামের কৃষকরা এখন গরুর পরিবর্তে ট্রাক্টর বা পাওয়ার ট্রিলার দিয়ে চাষাবাদ করছে। এখন আর গ্রামগঞ্জে সকালে কাঁধে লাঙল-জোয়াল, মই আর গরু নিয়ে মাঠে যেতে আগের মত আর দেখা যায় না কৃষকদের। বিদেশি যন্ত্রের কারণে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামবাংলার ঐতিহ্য লাঙল দিয়ে হাল চাষ। কৃষিপ্রধান এই দেশে হাজার বছরের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে লাঙ্গল-জোয়াল ও মই। আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে হাল চাষের পরিবর্তনে এখন ট্রাক্টর অথবা পাওয়ার টিলার দিয়ে জমি চাষ করা হয়।
এক সময় দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় বাণিজ্যিকভাবে কৃষকরা গরু পালন করত হাল চাষ করার জন্য। আবার কিছু মানুষ গবাদিপশু দিয়ে হাল চাষকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে ছিলেন। নিজের সামান্য জমির পাশাপাশি অন্যের জমিতে হাল চাষ করে তাদের সংসারের ব্যয় বহন করত। এখন সেই দৃশ্য আর চোখে পড়ে না। জমি চাষের প্রয়োজন হলেই অল্প সময়ের মধ্যেই পাওয়ার টিলার ট্রাক্টরসহ আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে হচ্ছে জমি চাষাবাদ। তাই কৃষকরা এখন পেশা বদল করে অন্য পেশায় ঝুঁকছেন। কৃষক রফিকুল ইসলাম বলেন, অগে তো গরু দিয়েই চাষাবাদ করতাম। তখনকার সময়ে জমিতে ফলনও বেশি হত। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে কতকিছুই পরিবর্তন হয়েছে। চাষাবাদে এখন আর গরু লাগেনা সময় বাঁচাতে সবাই ট্রাক্টর দিয়ে হালচাষ করে। জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি ও ফসলের চাষাবাদ করতে সার, কীটনাশক সাশ্রয় পায়। কষ্ট হলেও গরু দিয়ে হাল চাষ করা ভালো। গ্রামবাংলার এই ঐতিহ্য ধরে রাখতে এখনও বাপ-দাদার পেশা ধরে রেখেছি। প্রযুক্তির এই যুগে লাঙল-মই দিয়ে চাষাবাদ গ্রামীণ ঐতিহ্যকে মনে করিয়ে দেয়।

কার্পাসডাঙ্গায় অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে তৈরি হচ্ছে ভেজাল ডিটারজেন্ট

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার নতুন পড়ায় শাফা কেমিক্যাল কোং নামের একটি প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও স্যাঁতস্যাঁতে ঘরের মাঝে দীর্ঘদিন ধরে তৈরি করা হচ্ছে ঝিলিক ডিটারজেন্ট পাউডার। প্রতিষ্ঠানটির ভিতরে প্রবেশ করলে অনায়াসে নিঃশ্বাসের সাথে পাউডারের কণা প্রবেশ করবে। প্রতিষ্ঠানটির মালিক তরিকুল ইসলাম ও তার একমাত্র সহকারী যার নেই কোন ডিটারজেন্ট তৈরির ন্যূনতম একাডেমিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ।
অভিযোগ রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির ঠিক কোন কাগজপত্র নেই। তারিকুল যে ঝিলিক পাউডার তৈরি করছেন সে পাউডারের বাজার মূল্য অন্যআন্য পাউডারের তুলনায় অনেক কম। বর্তমান বাজারের বিভিন্ন কোম্পানির পাউডার রয়েছে যেমন- রিং হুহল পাওয়ার, হুহল পাউডার, সার্ফএক্সেল , রে পাউডার, ঘড়ি পাউডার যথাক্রমে ১১০, ৮০, ১৭০০, ১২৫, ১০০ টাকা দরে বিক্রয় করা হচ্ছে। সেখানে তরিকুল ইসলামের পাউডার টি অত্যন্ত নিন্মমানের হওয়ার জন্য মাত্র ৪০-৫০ টাকা দর কেজিতে বিক্রয় করছে ‘ঝিলিক ডিটারজেন্ট পাউডার’ নামের পাউডার টি। ঝিলিক পাউডার বাজারের অন্য সকল পাউডারের থেকে কম দামে পাচ্ছেন বলে গ্রামের সহজ সরল মানুষেরা না বুঝে হচ্ছেন মহা খুশি। খুশির সাথে পাউডার কিনে বাড়ি নিয়ে কাপড়চোপড়সহ নিজেদের অজান্তেই ক্ষতিগ্রস্থ করছেন শরীরের চামড়া।
তরিকুল ইসলামের কাছে জানা যায় দীর্ঘ ৭/৮ বছর সে এই ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। আমার বিএসটিআই এর লাইসেন্স রয়েছে এবং তার সমস্ত ডকুমেন্ট ঠিক আছে।
নিন্মমানের ভেজাল ডিটারজেন্ট পাউডার মানবদেহের কি পরিমাণের ক্ষতি করে থাকেন সে বিষয়ে জানতে চাইলে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ সোহরাব হোসেন বলেন-নিন্মমানের ডিটারজেন্ট পাউডার ব্যবহারের কারণে কাপড়ের রং নষ্ট হওয়া সহ শরীরে চর্মরোগের দেখা মেলে। এ ধরনের পাউডার দীর্ঘদিন

ব্যবহারের কারণে ক্যান্সারে আক্রান্তের আশঙ্কা থাকে। নিন্মমানের পাউডার ব্যবহার এড়িয়ে চলা ভালো।
দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান- শাফা কেমিক্যাল কোং নামের প্রতিষ্ঠানটির নামে অভিযোগ পাওয়ার প্রক্ষিতে সরেজমিনে যাওয়া হয়েছিলো। সেখানে পৌঁছানোর পর প্রতিষ্ঠানটির মালিক তরিকুলের আত্নবিশ্বাস দেখে কিছুটা বিচলিত বোধ করি। একজন নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কেন? পরবর্তীতে তার লাইসেন্স দেখার পর ঠিক বিষয় জানা যায়। দীর্ঘদিন যে নামে ব্যবসা পরিচালনা করছে সেই নামের সাথে লাইসেন্সের নামের কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায় নাই। অত্যন্ত নিম্নমানের উপাদান ব্যবহার করে তৈরি করা হচ্ছিলো এই ডিটারজেন্ট। এছাড়াও তরিকুল ইসলামের একমাত্র সহকারীর কাছে ডিটারজেন্ট তৈরির প্রক্রিয়া জানতে চাইলে সে জানায়, ১২ টি উপাদান একসাথে মিশিয়ে এই পাউডার তৈরি করছি। এই উপাদানগুলোর নাম সে জানেও না। সে শুধু তরিকুল ইসলামের নির্দেশনা মতো মিক্সিং করে থাকেন। পরবর্তীতে তরিকুল তার ভুল স্বীকার করেন। মোবাইল কোটের মাধ্যমে ঐ প্রতিষ্ঠানটিকে অর্থ দণ্ড করা হয়। কাগজপত্র ঠিক করে নিয়ম মেনে ঠিক পদ্ধতিতে ডিটারজেন্ট উৎপাদন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

শৈলকুপায় নৌকা প্রার্থী শেফালী বেগম বিজয়ী

বিস্তর ব্যবধানে বিজয়ের উল্লাসে জনস্রোতে ভাসছে শৈলকুপা। ২ লাখ ৮৮ হাজার ২৫৪ ভোটের মধ্যে নৌকার দলীয় প্রার্থী শেফালী বেগম ১ লাখ ৮৮ হাজার ৮’শ ১৬ ভোট পেয়েছেন। তিনি বিস্তর ব্যবধানে বিএনপি দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এ্যাড. হুমায়ুন বাবর ফিরোজকে পরাজিত করেছেন। বেসরকারীভাবে শেফালী বেগমকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।
গত বছর ৪ নভেম্বর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও (আমৃত্যু) উপজেলা চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন এর মৃত্যুতে চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয়। শুরু হয় নতুন গুঞ্জন, কে পাচ্ছেন দলীয় টিকিট? ১০ হেভিওয়েট প্রার্থীর লবিং গ্রুপিং আর প্রতিযোগিতার সকল জল্পনা-কল্পনার

অবসান ঘটিয়ে কাঙ্খিত নৌকা প্রতীক লাভ করেন প্রয়াত বীরমুক্তিযোদ্ধা সোনা শিকদার পত্মী শেফালী বেগম। পৌরসভাসহ উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়নের ২ লাখ ৮৮ হাজার ২৫৪ জন ভোটার নিয়ে শুরু হয়েছে উপ-নির্বাচন। আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের বিপরীতে ধানের শীষ নিয়ে বিএনপি দলীয় প্রার্থী সাবেক ছাত্রনেতা থানা বিএনপির যুগ্ম-সম্পাদক এ্যাড. হুমায়ন বাবর ফিরোজ ধানের শীষ প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ৪৪৫২। এছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থী আনিচুর রহমান আনারস প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ১৯৭৫ ভোট।
অপরদিকে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী হুমায়ুন বাবর ফিরোজ বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে নানা অনিয়মের অভিযোগ এনে ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন। তিনি তার নিজস্ব ফেসবুক আইডিতে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও সাংবাদিকদের মোবাইল ফোনে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এছাড়াও নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাগণ তার কোন অভিযোগ আমলে নেয়নি এবং প্রশাসনিক সহযোগীতা করেনি বলে মন্তব্য করেন। একই সাথে গত পৌরসভা নির্বাচনে ৮নং ওয়ার্ডের স্থগিত থাকা কাউন্সিলর পদে ৬৭৮ ভোট পেয়ে প্রাথমিকভাবে বিজয়ী হয়েছেন সাইফুল ইসলাম। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সাবেক কাউন্সিলর শওকত আলী ৫৬২ ভোট পেয়েছেন। উপজেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা জুয়েল আহম্মেদ জানান, ১২০টি কেন্দ্রে ৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। কোন প্রার্থী নির্বাচন সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ জানায়নি। নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে তারা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, কোথাও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

আবারও কালীগঞ্জের নগর পিতা নির্বাচিত হলেন আশরাফ

৫ম ধাপে ২৮ তারিখ গতকাল রবিবার সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে চলা ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে পুনরায় মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন- নৌকা প্রতীকের আশরাফুল আলম আশরাফ।
আশরাফুল আলম আশরাফ পেয়েছেন নৌকা প্রতীক নিয়ে ১৯ হাজার ৩২৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ¦◌ী ধানের শীষ প্রতীকের আলহাজ্ব মাহাবুবার

একজন ইউপি সদস্যের বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালোবাসা

মুজিববর্ষ সফল করতে বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারন করে আশরাফুল ইসলাম নামের একজন ব্যক্তি নৌকার তৈরি গাড়ি বহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মেহেরপুরসহ বিভিন্ন জেলার গ্রামাঞ্চলে। বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও চেতনা শিক্ষার্থীদের মাঝে তুলে ধরতে তার এই উদ্যোগ।
আশরাফুল ইসলাম ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ১০ নং হরিশংকরপুর ইউনিয়নের একজন বাসিন্দা।
তিনি ঐ ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের একজন ইউপি সদস্য।
ইঞ্জিন চালিত যানে নৌকা তৈরি করে তার উপরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি দিয়ে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ফুটিয়ে তুলেছে। সাথে নৌকার গায়ে বীরশ্রেষ্ট দের ছবি লাগিয়ে সুন্দর করে সাজিয়েছেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার এই ভালোবাসা জনগণের মনে বিশাল সাড়া জাগিয়েছে।
নৌকাবহর গাড়ি যেখানেই দেখছে জনগণ সেখানে ভীড় করে তার সাথে স্বাক্ষাত করছে। কেউ কেউ গাড়ির সাথে নিজেদের ছবি মোবাইলে আবদ্ধ করে রাখছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার এই ভালোবাসাকে সাধুবাদ জানিয়েছে অনেকেই।
আশারাফুল ইসলামের কাছে এমন একটি উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন সৈনিক। আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারন করে বড় হয়েছি। আমি চাই এখনকার ছোট বাচ্চারাও বঙ্গবন্ধুর আদর্শে আদর্শিত হোক। তাই বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানাতে আমার এই উদ্যোগ গ্রহণ।
তিনি জানান, আমি বিভিন্ন জাতীয় দিবসে আমাদের গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭মার্চ এর ভাষণের সাথে সাথে বঙ্গবন্ধুর জীবনী তুলে ধরি। কিন্তু এতে করে শুধু আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জানতে পারে। বাইরের শিক্ষার্থীরা জানতে পারে না। তাই বাইরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বঙ্গবন্ধুর জীবনী তুলে ধরতে আমি আজ সরাসরি রাস্তায় নেমেছি।
ঝিনাইদহ সদর থেকে রওনা দিয়ে চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর থেকে মুজিবনগর এসেছি। মুজিবনগর থেকে ঘুরে যেয়ে কালীগঞ্জের ভিতর দিয়ে আবার ঝিনাইদহতে ফিরে যাবো।

মুজিবনগরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা রমজান আলীর দাফন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা রমজান আলী বিশ্বাসের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল রবিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে গোপাল নগর কবস্থানের সামনে তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।
এর আগে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহণ করেন।
এ সময় মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ এর পক্ষে এস আই আব্দুল আলিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খাঁন, লুৎফর রহমান, হারুন অর রশিদ, মতিয়ার রহমান, ইসমাইল হোসেন, হাইবতুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।
গার্ড অব অনারের সময় উপস্থিত সকলে মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা রমজান আলী বিশ্বাসের মরদেহ জতীয় পতাকা দিয়ে আচ্ছাদন করে সন্মান প্রদর্শন করেন।
পরে মুজিবনগর থানার এসআই আব্দুল আলিমের নেতৃত্বে পুলিশের একটি চৌকশ দল রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করেন।
গার্ড অব অনার শেষে গোপালনগর কবস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়। উল্লেখ্য, মুজিবনগর উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা রমজান আলী বিশ্বাস
(৯০) দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। গতকাল রবিবার বিকালে বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা রমজান আলী বিশ্বাস মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের গোপালনগর গ্রামের মৃত লোকমান আলীর ছেলে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ৫ কন্যা সন্তানসহ অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

তিন বছরেও শেষ হয়নি ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা হাসপাতালের নির্মাণ কাজ

ঝিনাইদহ জেলা সদরে ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের নির্মাণ কাজ ৩ বছরেও শেষ হয়নি। অথচ নির্মাণ কাজটি ১৮ মাসের মধ্যে শেষ করার জন্য চুক্তি করেছিল টিই এন্ড ইউসিসি জেবি নামের ঢাকার ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান।
এদিকে যথাসময়ে আট তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবনের কাজ শেষ না হওয়ায় পুরানো ভবনের মেঝে ও বরান্দায় রোগীরা দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা চরম ভাবে ব্যহত হচ্ছে।
তবে ঠিকাদার সাইফুল ইসলাম টিপু জানিয়েছেন, ঝিনাইদহ গণপূর্ত বিভাগে ঘন ঘন নির্বাহী প্রকৌশলী বদলী হওয়ার কারণে তারা ঠিকমতো সহায়তা পাননি। তারপরও ছিল ফান্ড সল্পতা। আগামী এক মাসের মধ্যেই ভবনটি হস্তান্তর করা হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।
ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ হারুন অর রশিদ গতকাল শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে জানান, ২০১৬ সালের ১৯ জুন এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রকল্পের ব্যয় ছিল ৩৭ কোটি সাড়ে ২৩ লাখ টাকা। ১৮ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করে ২০১৮ সালের জানুয়ারী মাসে ভবন হস্তান্তরের কথা ছিল। কিন্তু ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ৩ বছরেও ভবন হস্তান্তর করতে পারেনি।
তিনি জানান, সর্বশেষ বৈদ্যুতিক সংযোগ, পাম্প ও লিফটের কাজ শেষ হওয়ার পথে। আগামী ১৭ এপ্রিল শিশু দিবস উপলক্ষ্যে হাসপাতাল ভবন হস্তান্তরের চেষ্টা করা হচ্ছে। ডাঃ হারুন জানান, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে প্রতিদিন এক হাজারের বেশি রোগী বর্হিবিভাগে দেখা হয়। গতকাল শনিবার পর্যন্ত একশ বেডের বিপরীতে ২৭৬ জন রোগী ভর্তি ছিল। ভবন হস্তান্তর না হওয়ায় প্রশাসনিক অনুমোদন, জনবল নিয়োগ, ২৫০ বেডের খাবার সুবিধা ও ঔষধের বরাদ্দ পাওয়া যাচ্ছে না। হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক বলেন ইতোমধ্যে হাসপাতালের ৯ তলা ভবনে করোনা ইউনিটের নির্মাণ কাজ শুরু হবে। বরাদ্দ পাওয়া গেছে বলে ঝিনাইদহ গণপূর্ত বিভাগ তাকে জানিয়েছে।
এদিকে হাসপাতালের নির্মাণ কাজের মন্থর গতি নিয়ে বিল প্রদানে ঠিকাদার ও তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী কায়সার ইবনে শাঈখের মধ্যে বিরোধের কারণ ছিল অন্যতম। নির্মাণ কাজের টেণ্ডার এমাউন্ট ছিল ৩৭

কোটি ২৩ লাখ টাকা। কিন্তু নকশা ও ডিজাইন মোতাবেক কাজ করতে গিয়ে ভেরিয়েশন, রিভাইসড এবং ওপি সমন্বয়সহ মোট নির্মাণ মূল্য দাড়ায় ৪২ কোটি ৫৬ লাখ টাকায়। কিন্তু ডিপার্টমেন্ট অনুমোদন দেয় ৪০ কোটি। ঠিকাদার সাইফুল ইসলাম টিপু জানান, তিনি ৪০ কোটি টাকার মধ্যে ৩৯ কোটি ৬৭ লাখ টাকা পেয়েছেন। এখনো অনুমোদিত বিলের ৩৩ লাখ টাকা পাবেন। প্রকল্পের অতিরিক্ত ২ কোটি ৫৬ লাখ টাকা তিনি খরচ করলেও এখনো ডিপার্টমেন্ট তা অনুমোদন করাতে পারেনি। অতিরিক্ত বিলের প্রায় আড়াই কোটি টাকা না পেলেও নিজ জেলার প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিনি নতুন ভবন হস্তান্তর করে দিবেন বলে ঠিকাদার গণমাধ্যম কর্মীদের জানান।
ঠিকাদারের ভাষ্যমতে এই প্রকল্প শুরুর পর থেকে ৫ জন নির্বাহী প্রকৌশলীর বদলী হয়। নুতন নতুন নির্বাহী প্রকৌশলী এসে কাজ বুঝে নিতে নিতেই বদলী হয়ে যান। এতে কাজে ব্যঘাত সৃষ্টি করে।
ঝিনাইদহ গণপূর্ত বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী আব্দুল মোত্তালেব জানান, পাম্পের কাজ শেষ হলেও আমরা ঠিকাদারের কাছ থেকে ভবন বুঝে নেব। সেটা বড়জোর এক মাস সময় লাগতে পারে।

আলমডাঙ্গায় বিষ পানের ১২ দিন পর এক নারীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় পারিবারিক কোলাহলের কারণে বিষ পানের ১২ দিন পর এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার বাড়িতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়। মৃত নারী বেতবাড়িয়া গ্রামের রবিউল ইসলামের স্ত্রী ফরিদা খাতুন (৩২)।
জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের বেতবাড়িয়া গ্রামের দিনমজুর রবিউল ইসলামের স্ত্রী ফরিদা খাতুন (৩২) এর সাথে পারিবারিক গোলোযোগে সৃষ্টি হয়।
এরই সূত্র ধরে ফরিদা খাতুন স্বামীর উপর অভিমান করে বাবার বাড়ি জেহালার গোবিন্দপুর গ্রামে চলে আসে।
গত ১৬ ই ফেব্রুয়ারি দুপুর ২ টার দিকে ফরিদার বাবা আকবার আলির বাড়িতে থাকা ঘাষ মারা বিষ পান করে। পরিবারের লোকজন বিষয়টা জানতে পেরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

গত ৫ দিন চিকিৎসা শেষে বাড়িতে অবস্থান করে। চিকিৎসার উন্নতি না হওয়ায় বিষক্রিয়া হয়ে গতকাল শনিবার ফরিদা মারা যায়।
এ ঘটনায় ফরিদার স্বামী বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করে।

আলমডাঙ্গায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস ঢুকলো ঘরে, আহত-২

ভাঙা রাস্তার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাজেদা খাতুনের ঘরে ঢুকলো যাত্রী বাস। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে কুমারি গ্রামের ফারাজি পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাসে থাকা ২ জন যাত্রী আহত হয়েছে বলে জানা যায়।
সূত্র জানায়, গতকাল শনিবার সকাল ৮টার দিকে চুয়াডাঙ্গা থেকে যাত্রী নিয়ে লোকাল বাস আসছিলো।
এ রাস্তাটি গুরুত্বর হলেও রাস্তার বেহাল দশা হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময় সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অনেক ছোট বড় গাড়ি।
গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কুমারি ইউনিয়নের ফারাজি পাড়া এলাকায় যাত্রীবাহী বাস পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাজেদা খাতুনের টিনের ঘরে ঢুকে যায়।
এ সময় হানিফ ও মিন্টু নামের দুই বাস যাত্রী আহত হয়। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা হারদি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ঝিনাইদহের হাটগোপালপুরে

আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ সমাবেশ

আলজাজিরা টেলিভিশনে মিথ্যা সংবাদ প্রচার ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ সশাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকালে সদর উপজেলার পূর্বাঞ্চল আওয়ামী লীগের আয়োজনে হাটগোপালপুর বাজারে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
পদ্মাকর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহাবুদ্দিন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ইউপি চেয়ারম্যান সৈয়দ নিজামুল গনি লিটু’র পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি তৈয়ব আলী জোয়ার্দ্দার। এছাড়াও যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাসুদ আহমেদ সঞ্জু, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক এস এম আনিছুর রহমান খোকা, হরিণাকুণ্ডু উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক জাহাঙ্গীর হুসাইন, জজ কোর্টের জিপি এ্যাড. বিকাশ কুমার ঘোষ, আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম সরোয়ার খান সউদ, সদর থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে এম রশীদুল আলম, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, জেলা পরিষদের সদস্য ইমাজুল হক, ফুরসন্ধি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুল মালেক মিনা, নলডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কবির হোসেন, দোগাছি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইছাহাক আলী জোয়ার্দ্দার, কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আশরাফুল ইসলাম, সাধুহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কাজী নাজির উদ্দিন, হরিশংকরপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল মাসুমসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় প্রধান অতিথি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ আরও এক ধাপ উন্নয়নের শিখরে পৌঁছাবে। সকল ভেদাভেদ ভুলে তৃণমূল নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আওয়ামী লীগকে আরও শক্তিশালী করতে সকলের প্রতি আহবান জানান। এছাড়াও বক্তারা আলজাজিরাকে জঙ্গিবাদি টেলিভিশন উল্লেখ করে বাংলাদেশে সম্প্রচার বন্ধের দাবি জানান।